যুগান্তর

তারিখ · 02 · FEB · 2014
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৭

বৃহৎ পরিসরে বইমেলা

> মানসম্মত অনুবাদ গ্রন্থের তীব্র সংকটে পাঠকের জানার আগ্রহ অপূর্ণ থেকে যাচ্ছে।

পরিসর বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে অমর একুশে বইমেলার প্রতি এবার মানুষের আগ্রহ অনেকগুণ বাড়বে, এমনটাই আশা করা যায়। প্রতি বছর একুশে ফেব্রুয়ারির কয়েকদিন আগে থেকেই বইমেলায় স্রোতের মতো জনসমাগমের যে রীতি চালু হয়েছে তা বিবেচনায় রেখেই মেলার সার্বিক নিরাপত্তা-পরিকল্পনা করা হয়। মেলার মূল অঙ্গনের নিরাপত্তার পাশাপাশি আশপাশের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার না করলে সাহিত্যিক হুমায়ুন আজাদের ওপর যেভাবে হামলা হয়েছে, সে ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে পারে, এমন আশংকা অমূলক নয়। গত কয়েক মাসে রাজনৈতিক কর্মসূচি চলাকালে সারা দেশে দুর্বৃত্তরা যে তাণ্ডব চালিয়েছে— ওই বিষয়গুলো বিবেচনায় রেখে বইমেলার নিরাপত্তা বিধানে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে। মেলার শৃংখলা পরিপন্থী কর্মকাণ্ড রোধে কর্তৃপক্ষ শুরু থেকেই কঠোর না হলে পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে।

একুশে বইমেলায় প্রতি বছর প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা বাড়লেও মানসম্মত বইয়ের সংখ্যা তেমন বাড়ছে না। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে পাঠক। মানসম্মত বই প্রকাশে প্রকাশকদের নিরন্তর চেষ্টা থাকলেও অনেক পাঠক পছন্দমতো বই না পেয়ে হতাশ হয়ে বাড়ি ফেরে। এ বিষয়ে বাংলা একাডেমি কর্তৃপক্ষ উদ্যোগ নিলে পাঠকের হতাশা দূর হতে পারে। প্রতি বছর তরুণ লেখকদের উল্লেখযোগ্যসংখ্যক বই বের হলেও লেখক হিসেবে তারা কেন প্রতিষ্ঠিত হতে পারছেন না, এটি একটি জরুরি প্রশ্ন। এ বিষয়ে ঢালাও মন্তব্য না করে যেসব সমস্যার জন্য তরুণ লেখকরা হারিয়ে যায়, তা দূর করতে বাংলা একাডেমি উদ্যোগ নিতে পারে।

বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার জন্য বিভিন্ন দেশের সমাজ-সংস্কৃতি-অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়ে পাঠকের জানার পরিধি বাড়ানো জরুরি। উন্নত দেশগুলোতে প্রযুক্তির ব্যবহারে কী কী পরিবর্তন আসছে— এ বিষয়েও আমাদের দেশের জনগণের ব্যাপক আগ্রহ রয়েছে। এসব খুঁটিনাটি দ্রুত জানার অন্যতম উপায় অনুবাদ গ্রন্থ। কিন্তু মানসম্মত অনুবাদ গ্রন্থের তীব্র সংকটে পাঠকের জানার আগ্রহ অপূর্ণ থেকে যাচ্ছে। বিশ্বসাহিত্য সম্পর্কে পাঠকদের ব্যাপক আগ্রহের প্রেক্ষাপটে মানসম্মত অনুবাদ গ্রন্থের সংকট দূর করতে বাংলা একাডেমি কী পদক্ষেপ নেবে, এ দিকেও অনেক পাঠকের দৃষ্টি রয়েছে।

কৃষি খাতে বাংলাদেশ দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। এ খাতে আমাদের আরও অনেক দূর যেতে হবে। অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি এখন কৃষির সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন, যারা কৃষি বিষয়ে বিস্তারিত জেনে এ খাতে আরও সাফল্য পেতে চান। কিন্তু কৃষিবিষয়ক বইয়ের সংকটে এসব উৎসাহী ব্যক্তির অনেক ইচ্ছা অপূর্ণ থেকে যাচ্ছে। এসব সমস্যার সমাধানে বাংলা একাডেমি অবদান রাখলে এতে প্রকৃতপক্ষে দেশের সাধারণ মানুষই বিশেষভাবে উপকৃত হবে।

প্রকাশকরা বইমেলাকে প্রাণবন্ত করতে দিনরাত পরিশ্রম করে থাকেন। এ মেলার ভাবগাম্ভীর্য রক্ষায় প্রকাশনা সংস্থাগুলো নীতিমালা মেনে চলবে এটা প্রত্যাশিত হলেও কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অমান্য করার প্রবণতা দুঃখজনক। সব প্রকাশনা সংস্থা যাতে নিয়ম মেনে চলে— পুস্তক প্রকাশকদের নিজস্ব সমিতিও এ বিষয়ে অবদান রাখতে পারেন। সারা বছর ধরেই প্রকাশকদের বইমেলার প্রস্তুতি চলে। কিন্তু গত কয়েক মাসে রাজনৈতিক অস্থিরতায় প্রকাশকদের প্রস্তুতি ব্যাহত হয়েছে। বইমেলা সময়মতো শুরু হবে কিনা এ নিয়েও ছিল অনেক শংকা। বর্তমানে ওই ধরনের কোনো শংকা না থাকলেও মেলা চলাকালীন রাজনৈতিক দলগুলোর এমন কোনো কর্মসূচি দেয়া ঠিক হবে না, যাতে মেলার সার্বিক কর্মকাণ্ডে বিরূপ প্রভাব পড়ে। আমরা মনে করি, সংশ্লিষ্ট সবার দায়িত্বশীলতা ও আন্তরিকতার মাধ্যমেই বইমেলার কাঙ্ক্ষিত পরিবেশ নিশ্চিত হতে পারে।